আমার বন্ধু একজন লেখক । ভালই লেখেন । তার কাছে গেলাম লেখা বিষয়ক সবক নেয়ার জন্যে । জানালাম তাকে আমিও লিখতে চাই । বন্ধু বললো তা লিখে ফেললো ।

তাই কী হয় ? আমি কী পারবো লিখতে ? কেন পারবো না ? যাই হোক কী করতে হবে আমাকে ? তিনি বললেন মোটামুটি ৪০০/৫০০ বই পড়লে , লেখার ধারণা অর্জন করতে পারাটা আয়াসসাধ্য হবে না । অর্থাৎ আরো বেশী বেশী পড়তে হবে ।

পড় পড় এবং পড় । তারপর তুমি ঠিক কর কী লিখবে ? কেন লিখবে ? কে হবে তোমার পাঠক ? প্রকাশ বা প্রকাশকের চিন্তা আরো পরে । এ থেকে রোজগারের চিন্তা আরো পরে বা বাদ দেয়াই ভাল । তিনি বললেন এভাবেই ।

প্রথম কথা হলো কী লিখবো ? অর্থাৎ বিষয়টা কী ? এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করলাম । আচ্ছা একটা উপন্যাস লিখলে কেমন হয় ? ভালই হয় । তাহলে তো নামী দামী লেখকের উপন্যাস পড়তে হয় । পড়লাম কয়েকটা । ভাল লাগাতে পারলাম না । উপন্যাস লেখার ভূতটা মাথা থেকে গেল । আচ্ছা কবিতা লিখলে কেমন হয় ? তাই, সব বিখ্যাত কবিদের কবিতা পড়তে শুরু করলাম । ভাল লাগে না মোটেই । সেটি আর হলো না । তারপর ছোট গল্প , ছড়া সব একই অবস্থা । রম্য রচনা তাও ভাল লাগে না । ভাল যে কী লাগে তাই খুঁজে বের করতে পারলাম না । এটা ব্যর্থতা ছাড়া আর কী আমার ?

আচ্ছা পত্রিকায় কলাম লিখলে কেমন হয় ? এটা মনে হয় ভাল লাগবে । শুরু করলাম কলাম পড়া । কলাম পড়ছি আর ভাবছি এই ধরণের লেখা আমিও লিখতে পারবো । খাতা-কলম নিয়ে টেবিলে বসে গেলাম । আমি কলাম লিখবো ।

কিন্তু নাহ্ । কলম থেকে বেরুচ্ছে না কিছুই । লিখতে পারছি না ।

আচ্ছা আপাতত লেখার চেষ্টা , লেখক বা কবি বা কলামিষ্ট হওয়ার চিন্তা মাথা থেকে বিদায় দিলাম ।

কী একটা মজার বিষয় দিনে দিনে আমার ঘর আমার শেল্ফ আমার টেবিল বই ও পত্র পত্রিকায় পরিপূর্ণ । বউ আমার মহা বিরক্ত বই পত্র দেখে । ওসব করে হবে কী ? হবে না কিছুই । কিন্তু এতদিনে আমি যে বই-পত্রের পাঠকে পরিণত হয়েছি তার কী হবে ।

সে আমার বই পুস্তক গুছিয়ে দিত মনোকষ্ট নিয়ে । তার এই মনোকষ্টে আমিও কষ্ট পেতাম , কিন্তু করার ছিল না কিছুই । কোন এক লেখক বলেছিলেন ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বই এর

মধ্যে ডুব দিতে । কী মজার কথা বটে । আরেক ইংরেজ লেখক বলেছিলেন Reading for pleasure.

লেখক আমি হইনি বটে । পাঠক আমি হয়েছি বটে । তবে এটা বুঝতে পেরেছি পড়ুয়া তৈরী করতে হলে নিজেকেই বেশী করে পড়তে হয় । গল্প-কবিতা লিখতে হলে পছন্দের লেখকের বই পড়তে হয় আনন্দ নিয়ে । আনন্দ ছাড়া বই পড়তে হয় না । আনন্দ ছাড়া পড়াতে কোন লাভ হয় না । যে কাজে আনন্দ নাই , সে কাজ না করাই ভাল । তাই নিজেকে ভাল লাগার বিষয়টা খুঁজুন, আনন্দ লাভ করুন এবং সম্ভব হলে সেটাকেই নেশা ও পেশা হিসেবে নিতে পারলে চমৎকার ফল পাবেন ।

তাই লেখক কবি হতে চাইলে পছন্দের লেখক- কবিদের – ঔপন্যাসিকের বই পড়ুন আর আনন্দের মধ্যে ডুবে থাকুন । ভাল পাঠক আমাকে হতেই হবে ।

হাজারো পাঠকের মধ্যে একজন হয় লেখক । তাই হাজারো পাঠকের কাতারে শামিল না হলে লেখক হবেন কীভাবে ?

আসুন ভাবুন এবং পড়ুন । তারপর আপনার ভাবনা গুলো গুছিয়ে লিখুন । তাহলেই আপনি লেখক- কবি – ঔপন্যাসিক ……..